মূল শব্দাবলীঃ
বিনয়ী
নম্রতা
আত্মগরিমা/ অহংকার
স্তুতি/ প্রশংসা

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

31 October 2025 / 9 Jamadilawal 1447H

<u>মুসলমানের মধ্যে নম্রতা।</u>

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ ٱلْمُتَّقُونَ.

জুম্মায় আগত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আপনারা তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সম্পর্কে সচেতন থাকুন—যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলুন এবং তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকুন। নিজেদের মহান চরিত্র দ্বারা সুশোভিত করুন এবং অন্যদের প্রতি অহংকার ও গর্ব প্রদর্শন থেকে বিরত রাখুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন আমাদের জীবনে বরকত ও কল্যাণ দান করেন।
আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

জুম্মায় আগত প্রিয় সুধী,

কোন সেই গুণ যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একজন বান্দাকে সেই ব্যক্তির থেকে আলাদা করে, যে ভুলে গেছে যে সে একজন বান্দা? এর উত্তর কেবল আমাদের ঈমান বা আমলের মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয়। এটি আমাদের অবস্থান বা জীবনযাত্রার মান দিয়েও নির্ধারিত হয় না। বরং, সেই গুণ দিয়ে তা নির্ধারিত হয়য় যা প্রত্যেক মুমিনের (বিশ্বাসীর) মধ্যে থাকা উচিত, যে কোনো পরিস্থিতিতেই — তা হলো **বিনয় (তাওয়াদু‘)**।

এটি এমন একটি গুণ, যা আমাদের ঈমান থেকে উৎসারিত হয় এবং আমাদের চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সুরা আল-ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾

অর্থঃ **আর রহমানের (পরম করুণাময়ের) বান্দারা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ বা মূর্খ লোকেরা যখন তাদের সাথে কথা বলে বা তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম'** (শান্তি)।"

এই আয়াতটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে একজন বিনয়ী মুমিনের চরিত্রকে প্রকাশ করে।

এমন একজন মানুষ অহংকার করে না, উদ্ধত আচরণ করে না, এবং অন্যদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করে না।

একই সঙ্গে, প্রকৃত বিনয় মানে দুর্বলতা প্রদর্শন করা বা নিজের মর্যাদা খাটো করা না।

এটাও নয় যে অন্য মানুষের কাছ থেকে পার্থিব লাভের আশায় নিজেকে বিনীত দেখানো। তাহলে, **তাওয়াদু‘** বা **বিনয়** আসলে কেমন?

ইমাম আল-গাজালির (রহ.) মতে, বিনয়ের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় তখন, যখন আমরা আমাদের সমমর্যাদার মানুষ বা অন্য মানুষের দৃষ্টিতে নিম্ন মর্যাদার ব্যক্তিদের সঙ্গে কেমন আচরণ করি তার ওপর।

বিনয়ের একটি উদাহরণ হলো — এমন একজন ব্যক্তি, যার রয়েছে পদমর্যাদা, প্রভাব, সম্পদ বা জ্যেষ্ঠতা, তবুও তিনি নিজেকে কখনই অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না।
তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতে আগ্রহী, মতবিনিময়ে উন্মুক্ত, পরামর্শ গ্রহণে প্রস্তুত, এবং অন্যের গুণ ও সৎগুণের প্রশংসা করতে জানেন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) হলেন বিনয়ের সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি সমগ্র মানবজাতির নেতা এবং বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ। তবুও, যখন তিনি অন্যদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতেন, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? এ বিষয়ে ইমাম আল-বুখারী (রহ.) বর্ণিত এক হাদীস বিবেচনা করুন।

এক ব্যক্তি একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর কাছে এসে বলল, "হে মানবজাতির শ্রেষ্ঠজন!"
এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেন:

ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام

অর্থঃ "তিনি হলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ)।"

সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর চরিত্র ছিল কতই না মহৎ! তিনি নিঃসন্দেহে "মানবজাতির শ্রেষ্ঠ" উপাধির যোগ্য ছিলেন, তবুও তিনি কখনোই সেই প্রশংসাকে নিজের মধ্যে অহংকার বা গর্ব জন্মাতে দেননি। বরং, তিনি সেই প্রশংসা ও সম্মানকে তাঁর পূর্ববর্তী নবী — হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এটাই একজন প্রকৃত মুমিনের মনোভাব। যে কোনো উপাধি বা সম্মানই তাকে দেওয়া হোক না কেন, সে সর্বদা মনে রাখে যে, সে পরম করুণাময়ের একজন বিনয়ী বান্দা

অতএব, আমাদেরও নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত —

আমরা প্রশংসা বা বাহবা পেলে কেমন প্রতিক্রিয়া জানাই?

সাফল্য বা স্বীকৃতি অর্জনের পর কীভাবে আমরা বিনয় বজায় রাখতে পারি? এই খুতবায় বিনয়ের উপর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদের জন্য তুলে ধরা হয়েছে —

প্রথমত: প্রকৃত বিনয় জন্ম নেয় এই সচেতনতা থেকে যে, প্রতিটি নিয়ামতই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে আসে

কেউ একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র হোক, কর্মক্ষেত্রে সফল ব্যক্তি, সম্মানিত নেতা বা অন্য যেই হোক না কেন —বিনয় আমাদের হৃদয়কে আত্মঅহংকার ও গর্ব করা থেকে রক্ষা করে। বরং, এটি আমাদের শেখায় যে সমস্ত কল্যাণ ও সাফল্য আল্লাহরই অনুগ্রহ থেকে আমরা লাভ করে থাকি, যা প্রায়ই আমাদের পিতা-মাতা, সহকর্মী, কর্মচারী এবং আশেপাশের মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি।

বিনয় আমাদের মনোভাবকে এই ধারণা থেকে বদলে দেয় — "আমি এই সাফল্য অর্জন করেছি" থেকে "আল্লাহ আমাকে এই সাফল্য দান করেছেন"-এ।

অতএব, যখনই আমরা কোনো নিয়ামত লাভ করি বা ভালো কিছু অর্জন করি, তখন সেটিকে আল্লাহর দান হিসেবে স্বীকার করি এবং তাঁর অব্যাহত বরকতের জন্য দোয়া করি।

দ্বিতীয়ত:বিনয় আমাদের শিষ্টাচার ও সামাজিক চরিত্রকে গড়ে তোলে

বিনয় কেবল অন্তর্নিহিত বা অভ্যন্তরীণ গুণই নয়, বরং এটি আমাদের অন্যদের সঙ্গে আচরণে প্রকাশ পায়। মুসলিম হাদীস শরীফে নবীﷺ বলেছেন, যার অর্থ:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, তোমাদেরকে বিনয়ী হতে হবে, যাতে কেউ অন্যকে নিপীড়িত না করে এবং কেউ অন্যের ওপর অহংকার না করে।"

একটি সমাজ যেখানে বিনয়ের চর্চা করা হয় তা হয়ে ওঠে সদাচার ও সম্মানজনক আচরণের সমাজ। এটি আমাদের শেখায় যে, অন্যকে ছোট করতে বা নিজের গুরুত্ব অনুভব করতে যাওয়া উচিত নয়। বিনয় আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে, ঈর্ষা কমায়, বিচারবুদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখে, ক্ষমা শেখায় এবং এমনকি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও আমাদের নম্র রাখে।

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী প্রিয় ভাইয়েরা,

একটি পৃথিবীতে যেখানে প্রভাব, সামাজিক ধারণা এবং পার্থিব সাফল্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে বিনয় আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করার একটি ঢাল স্বরূপ।
এটি আমাদের স্মরণ করায় যে, প্রতিটি সাফল্যের পেছনে অন্যদের অবদান রয়েছে এবং সর্বোপরি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুগ্রহ রয়েছে।

চলুন আমরা চেষ্টা করি যে **তাওয়াদু‘** বা বিনয় আমাদের চরিত্রের প্রতিফলন এবং জীবনের একটি পথপ্রদর্শক নীতি হোক। বিনয় দুর্বলতার পরিচয় নয়; এটি দৃঢ় ঈমানের চিহ্ন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের এমন হৃদয় দান করুন, যা অহংকারমুক্ত; এমন আত্মা, যা তাঁর সম্মুখে বিনয়ের সাথে নত হয়; এমন শান্তি, যা আমাদের আনুগত্যপূর্ণ কাজে প্রকাশ পায়; এবং জীবনে অগণিত বরকত দান করুন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

Dear blessed congregation,

Whoever we may be in the eyes of mankind, we remain in need of Allah's assistance. Therefore, let us strengthen our efforts with sincere prayers and deep faith in Him.

In this examination period, let us pray that all students and our children are granted peace in their hearts and a clarity of mind, so that they may face their tests with assurance. May all parents, family members, and teachers also be blessed with wisdom and patience as they guide and provide support to the students.

May Allah grant us all beneficial knowledge and allow us to benefit from the knowledge we have learned. Ya Allah Ya Samī' Ya 'Alīm, instil in our hearts true knowledge and sincere faith, so that we may attain everlasting success.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

صَلُّوا عَليهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَنَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلْعالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.